যায়যায়দিন

তারিখ 04 APR 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

দৈনিক
জনকণ্ঠ

স্কুল ছেড়ে শিক্ষার্থীরা এখন ওএমএসের লাইনে

ারনদী, ৩ এপ্রিল, সংবাদদাতা ॥ "মুই পোলাপান দেইখ্যা চাউল তে চায় না। হেই বেইন্নাকালে (ভোরে) আইয়া লাইনে খারাইছি। ধায় কোলায় (জমিতে) কাম করতে গ্যাছে, মোরে কইছে লাইনে রাইয়া চাউল নেতে। আইজ্ঞ ইস্কুলে যাইতে পারিনায়। যামু মনে, ভাত খামু না ইস্কুলে যামু। উনি (ডিলার) কইছে তোমরা ইনে খারাও তোমাগো ইট্টুপর চাউল দিমু।" বৃহস্পতিবার দুপুর টোয় বরিশালের গৌরনদী পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ডের ওএমএসের ল নিতে এসে কথাগুলো বলছিল উপজেলার নরসিংহলপট্টি সরকারী থমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র রফিক। শুধু রফিকই নয়, রাকুল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র রবিউলসহ জেলার বিভিন্ন স্কুলের নার্গিস, রহিমা, ইউসুফ, হেলেনা, রানাসহ নেকের বক্তব্যই একই রকম। মঙ্গলবারও ওদের মতো আরও নেক ছাত্রছাত্রী স্কুলে না গিয়ে এসেছিল কম দামে উপজেলার শোককাঠীতে ওএমএসের চাল কিনতে। এরা বেশিরভাগই থমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। ক্ষুধার আর্তি ছিল ওদের চোখেমুখে। নেক মধ্যবিত্তও লজ্জায় লাইনে না দাঁড়িয়ে, দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন জেদের স্কুলগামী সন্তানকে। বিজয়পুর গ্রামের দিনমজুর ছালাম নের পুত্র রফিক সকাল ৭টায় এসে লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও চাল য়নি। চাল ছাড়া বাড়িতে গেলে তার বাবা তাকে মারধর করবে ল ওএমএসের ডিলারের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি শুরু করে।

কেজি চাল ক্রয় করে দেন স্কুলছাত্র রফিককে। গেরাকুল থেকে অ মধ্যবিত্ত পরিবারের জাহানারা বেগম, হোসনেয়ারা, সাহে কাসেমাবাদের নূর আলম বেপারী জানান, সকাল ৮টা থেকে লাই দাঁড়িয়ে আছি, দুপুর ১২টা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকেও চাল পাইনা ভ্যানচালক মালেক মোল্লা জানান, ভ্যান চালিয়ে প্রতিদিন যা আয় তা দিয়ে দ্রব্যমূল্যের বাজারে আট সদস্যের পরিবার নিয়ে তিনি খু কষ্টে দিনাতিপাত করছেন। ভ্যানের পুরনো মালামাল ১শ' টাব বিক্রি করে তিনি চাল নিতে এসেছেন। পৌর এলাকার ৭ নং ওয়া ওএমএস ডিলার লিটন খান জানান, স্কুলপড়ুয়া বাচ্চাদের দে খুবই কষ্ট হয়। বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে স্বল্প দামে ৫ কেজি চাল নি ওরা পৌর এলাকায় আসে। চালের স্বল্পতার কারণে আমরা অ সময়ই ওদের চাল দিতে পারি না। তিনি ডিলারদের চাহি মোতাবেক চাল সরবরাহ করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের আশু হস্তক্ষে কামনা করেছেন। উপজেলা খাদ্যনিয়ন্ত্রক কামরুল ইসলাম জান প্রতি ডিলারকে যে চাল দেয়া হয়। তা কেবল দু'শ' জনকে দে সম্ভব, যা বিতরণ করতে ডিলারদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। ইউএ রফিকুল ইসলাম জানান, পৌর এলাকায় নতুন করে আরও ৫ ডি নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এ নিয়ে পৌর এলাকায় ডিলারের সং দাঁড়িয়েছে সাত। তবে সিডর আক্রান্ত গৌরনদীর প্রতিটি ইউনিয় দ্রুত ওএমএসের কার্যক্রম শুরু করা প্রয়োজন বলে তিনি মত করেন।